REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৮ই ভাদ্র বুধবার ১৩৩৯ ইংরাজী 24th August 1932 | ১৫শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্টু, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

বড়বাজার।

হিলিংবাম

গত ৩৮ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না বা অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই, এম, এস, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তায় উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ছাদের জন্য
লোহার কড়ি
বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্‌টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।
নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৮ই ভাদ্র বুধবার ১৩৩৯ সাল।

দৃষ্টি আকর্ষণ।

বৃষ্টি প্রায়ই দুই এক পশলা হইতেছে। আমাদের মিউনিসিপালিটির পয়ঃপ্রণালীগুলি পরিষ্কার না থাকায় জল নিঃসরণ সুচারুরূপে হইতেছে না। মূত্রকুণ্ডগুলি বৃষ্টির জলে ভরিয়া গিয়া অনেক ক্ষেত্রে রাস্তা প্লাবিত করিতেছে। গ্রীষ্মকালে একদিন পায়খানা পরিষ্কার করিতে বিলম্ব বরং চলে কিন্তু এ সময়ে বকেয়া মল মজুত থাকিলে পোকা জন্মিতেছে। সহরের অনেক সদর রাস্তাও বৃষ্টির পর দুর্গম হইয়া উঠিতেছে।

সহরের অনেক বাড়ীর ছাদ হইতেই ব্যবহৃত নোংরা জল রাস্তায় পড়িতেছে। অনেক সময়ে ঐ জল পথের লোকের উপরও ছিটকাইয়া পড়ে। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহা মিউনিসিপালিটির কর্ম্মচারীগণের ও কমিশনারগণের নজরে পড়ে না।

পরলোকে নিত্যকালী দাসী।

রঘুনাথগঞ্জের জমিদার শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের সেবাইতা শ্রীমতী নিত্যকালী দাসী মহোদয়া গত ১লা ভাদ্র বুধবার রাত্রি ২॥০ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ছয় মাস হইতে নানারূপ জটিল ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়গণ সাধ্যমত চিকিৎসার ত্রুটি করেন নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পরদিন বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর হাই স্কুল, রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুল ও রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

জঙ্গিপুর খেয়াঘাট।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির এলাকায় খেয়াঘাট তিনটী। একটী সহরের মধ্যে, একটী সহরের দক্ষিণপ্রান্তে ও একটী বন্ধ। সহরেরটিতে লোকজন পারাপার হয় ও বাহিরেরটিতে গো-গাড়ী ইত্যাদি পার হইয়া থাকে। পূর্ব্ব বৎসর যে ইজারদার ঘাট লইয়াছিলেন এ বৎসরও তিনিই লইয়াছেন। ঘাটে বেশ একটু বেবন্দোবস্ত উপলব্ধি হইতেছে নাকি? মানুষ পার হওয়া ঘাটে, যে নৌকাতে মানুষ পার হইতেছে সেই নৌকাতেই গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি জানোয়ার পার হইতেছে। ইজারদার মহাশয় বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে এখানকার গরু মানুষে কোন তফাৎ নাই তাই এক নৌকায় পার করিয়া উভয় জীবের সমত্ব প্রমাণ করিতেছেন। আমরা বহুবার এ সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। "যার গলা ধরে কাঁদি, তাঁর চক্ষে নাহি পানী"। বাহাদুরী আছে।

বুকপোষ্টে চিঠি।

বুকপোষ্টের ভান করিয়া বহু চিঠি-পত্র প্রেরিত হয়। ইহা দূর করিবার জন্য ডাক বিভাগ বুকপোষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ইহাতে অবশ্য পোষ্ট অফিসের কার্য্য বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু প্রবঞ্চনা দূর হইবে।

শ্রীহট্ট জেলে মহিলা পরিদর্শক।

শ্রীহট্ট জেলে দুইজন মহিলা পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন হইতেছেন—ডেপুটী কমিশনার অফিসের কেরাণী শ্রীযুত পি, সি, দাসের পত্নী শ্রীমতী এস, এম, দাস।

ফুটবল খেলায় জুয়া।

কয়েকজন মাড়োয়ারী এবং মুসলমান ফুটবল খেলার হার জিতের বাজীতে জুয়া খেলিয়াছিল। তুলার খেলা, জলের খেলা প্রভৃতির মত ইহা একটী নূতন জুয়া খেলা। ক্যামেরণ এবং কিংস রেজিমেণ্ট এই দুই দলের সহিত ময়দানে সেদিন ফুটবল খেলা হইয়াছিল, সেইদিনই ইহাদের কোন দল হারিবে এবং কোন দল জিতিবে, ইহা লইয়া এই জুয়ারী বাজি চলে। যাহারা দোষ স্বীকার করিয়াছিল, অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জে, কে, বিশ্বাসের বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

মোটর গাড়ীর টেক্স।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ এস, এম, বসুর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বলেন যে, মোটর আইন অনুসারে এ বৎসর জুন পর্য্যন্ত ৫২৮৪৯৮॥৶০ এবং জুলাই মাসে ১৩৫০০২৸০ মোট ৬৬৩৪৯৮৶০ আদায় হইয়াছে।

অদ্ভুত শিশু।

ব্রহ্মদেশের পেগু হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সিভিল হাসপাতালে চারি হাত এবং চারি পা যুক্ত একটী শিশু জন্মিয়াছে। জন্মিবার পর মাত্র ১৫ মিনিট কাল শিশুটী জীবিত ছিল। উহার মৃতদেহ হাসপাতালে রাখা হইয়াছে। প্রকৃতির এই অদ্ভুত রহস্য দেখিবার জন্য বহু লোক তথায় সমবেত হইতেছে।

অনায়াসে এসিড ভক্ষণ।

দিনাজপুরের সংবাদে প্রকাশ,—প্রফেসার মজুমদার পরলোকগত যোগী নরসিংহ স্বামীর শিষ্য বলিয়া পরিচিত। তিনি স্বামীজীর মত গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া নাইট্রিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, কাঁচ ও লোহার টুকরা গিলিয়া খাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ সমস্ত দ্রব্য তিনি অপর যে কোন ব্যক্তিকে খাওয়াইতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোন বিপদ ঘটিবে না। এমন ক্ষমতাও তাঁহার আছে।

বিড়ালের আঁচড়ে বিপত্তি।

সারমুর ষ্টেটের কালেক্টর ও জিলা ম্যাজিষ্টর চৌধুরী প্রতাপ সিং নাহান নামক স্থানে ৭৮ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। তাঁহাকে একটী বিড়ালে আঁচড়াইয়াছিল, তাহা বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ভূত ছাড়ানয় দুর্ঘটনা।

বোম্বাইএর সংবাদে প্রকাশ,—এক ব্যক্তি তাহার ভগ্নীকে ভূতে ধরিয়াছে মনে করিয়া ভূত ছাড়াইবার জন্য ভগ্নীকে অত্যন্ত প্রহার করিতে থাকে। অত্যধিক প্রহারের ফলে রোগী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের ভোটাধিকার কমিটির পাবলিসিটি অফিসারের সাদর সম্ভাষণসহ ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটির রিপোর্টের ১ম ভাগের সংক্ষিপ্ত সার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সীমান্ত প্রদেশে গত এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে কোন আইন সভা ছিল না। এই প্রদেশ সম্বন্ধে ভোটাধিকার কমিটি কোন চরম প্রস্তাব করেন না। বর্ত্তমানে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪ ভাগ ও সহরের শতকরা ১২ ভাগ ব্যক্তির ভোটাধিকার আছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সহরের ভোটাধিকার আর অধিক বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু মনে করেন যে গ্রামে জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দেওয়া সঙ্গত। শ্রমিক বা অবনত জাতিদিগের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইবে না। স্ত্রীলোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া সম্বন্ধে চীফ কমিশনার বাহাদুর ও স্থানীয় কমিটি উভয়েই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জনসাধারণের মতামত বিবেচনায় উহা প্রদান করা বর্ত্তমানে খুব কঠিন হইবে। ভোটাধিকার কমিটি প্রস্তাব করেন যে, স্থানীয় কাউন্সিল ভবিষ্যতে যেরূপ আলোচনাদি করেন তাহা দেখিয়া এই বিষয়ে ঐ প্রদেশে কোন বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে কি না পার্লামেণ্ট স্থির করিবেন।

ইহার পর কমিটি অষ্টম অধ্যায়ে স্ত্রীলোকদিগের নির্ব্বাচন বিষয়টী সমষ্টিরূপে বিবেচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের হার পুরুষের তুলনায় মাদ্রাজে ১ জন স্ত্রীলোক ও ১০ জন পুরুষ; এইরূপে আসামে ১ জন স্ত্রীলোক ও ১১৪ জন পুরুষ। প্রধান মন্ত্রী মহোদয় ও গোলটেবিল বৈঠকের ভোটাধিকার সাব-কমিটি উভয়েই স্ত্রীপুরুষের ভোটের ক্ষমতার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা কমাইতে বলিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ প্রতিনিধিই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার সূত্রে পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় প্রণালীর কোনটিই কার্য্যকরী নহে বিধায়, কমিটি ভোটাধিকার সাব-কমিটির ন্যায়, স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রস্তাব সমর্থন করেন; কারণ কোন সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার, স্ত্রী ভোটারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা কমান না হইলে, কাগজে কলমে সমান হইলেও কার্য্যকালে অতীব অসমান হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহারা মনে করেন যে, বর্ত্তমান ভোটাধিকার প্রথায় স্ত্রীলোকগণ যে ভোট দিতে অনিচ্ছুক তাহার কারণ কতকটা এই যে, তাহারা সংখ্যায় অল্প বলিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নির্ব্বাচনপ্রার্থী যাহাতে স্ত্রীলোকদের স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করিতে বাধ্য হয় তজ্জন্য ভোটারের তালিকায় যথেষ্ট সংখ্যায় স্ত্রীলোকদের নাম থাকা অত্যাবশ্যক। এইরূপে সম্পত্তি ও শিক্ষাবিষয়ক সাধারণ যোগ্যতাসূত্রে স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের জন্য আইনতঃ সমান অধিকারের ব্যবস্থা করিয়া কমিটি স্ত্রীলোকদিগের

জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত যোগ্যতার কথা বলেন; ইহাতে তাহারা মোট ভোট-সংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পাইতে পারিবে। ইহার হার মাদ্রাজে এক-চতুর্থাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিহারে এক-নবমাংশ হইয়াছে। এইরূপ যোগ্যতার মধ্যে প্রথমটী অক্ষরজ্ঞানমাত্র থাকা এবং দ্বিতীয়টী এমন ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া যিনি সম্পত্তি থাকার দরুণ বর্ত্তমান ভোটাধিকারবলে প্রাদেশিক সভাগুলির জন্য ভোট দিতে অধিকারী। মধ্যপ্রদেশে বর্ত্তমান নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সংখ্যা খুব কম হওয়ায় এই শেষোক্ত যোগ্যতাটি আরও বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। স্বামীর সম্পত্তির দরুণ যোগ্যতাবলে ভোটাধিকার প্রদান করায় যে অসুবিধা আছে কমিটি তাহা স্বীকার করেন কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোকের উহাতে আপত্তি থাকিবে তাহারা খুব সম্ভব অক্ষরজ্ঞানবলে ভোটের অধিকার পাইবে। আইন সভাগুলিতে প্রতিনিধিস্বরূপে স্ত্রীলোকদের নির্ব্বাচিত হওয়া সম্বন্ধে চারিটি উপায় প্রস্তাবিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, নব নির্ব্বাচিত কাউন্সিলগুলিতে একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট প্রথায় স্ত্রীলোকদিগকে কো-অপট্ করিয়া দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ নির্ব্বাচনমণ্ডলী কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র পদে নির্ব্বাচন হইবে। তৃতীয়তঃ, যে সকল স্ত্রীলোক সাধারণ নির্ব্বাচনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বাচিত হইতে পারে না তাহাদিগকে এইরূপ স্বতন্ত্র পদের যেগুলি খালি থাকিবে সেইগুলি দেওয়া হইবে। এবং চতুর্থতঃ, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য পদ পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং ঐ সকল এলাকায় নির্ব্বাচনকারীদিগের দুইটি করিয়া ভোট থাকিবে, একটী সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের জন্য এবং অপরটী একজন স্ত্রীলোক পদপ্রার্থীর জন্য। কমিটী এই শেষোক্ত প্রণালিটিই অনুমোদন করেন। কতগুলি পদ স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু প্রস্তাব করেন না, কারণ ইহা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভর করে। স্ত্রীলোকদিগের ভোট গ্রহণ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিটি যে নানাবিধ প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়াছেন এবং বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন যে অধিকাংশস্থলেই ভোট দিবার স্থানে যেন স্ত্রীলোকদের জন্য একটী পৃথক প্রবেশপথ ও একজন স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী রাখা হয়। ক্রমশঃ

হোমিও ঔষধ! হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারান্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵০ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

মহারাজা, রাজা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

বাতের তৈল

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে ফলপ্রদ।

মুল্য ৪ আঃ শিশি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা

সোণামুখী তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা।

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী (বিশ্বাস) কবিরত্ন
সোণামুখী অফিস,
মণিগ্রাম পোঃ, (মুর্শিদাবাদ।)

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সংরক্ষণের অভিনব প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্ম আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মজনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেনঃ—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

কোন অসুখই দুরারোগ্য নয়!

পেটেণ্ট ঔষধ সাধারণক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইলেও নানাপ্রকার ঔষধ সেবনে রোগের অবস্থা জটিল হইলে আমাদের পেটেণ্ট ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

বসন্ত মালতী।
এই মনোহর গন্ধযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মেচেতা, ব্রণ, ছুলি প্রভৃতি বিকৃত চিহ্ন বিদূরিত হইয়া মুখশ্রী সমুজ্জ্বল এবং বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়।
এক শিশি ৷৵০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে ৫০ বৎসরের অধিক আমাদের বহুদর্শিতা আছে।

নেত্রামৃত।
ইহা ব্যবহারে চক্ষু লাল হওয়া, কর্‌কর্‌ করা, বেদনা-বোধ, জল ও পিঁচুটী পড়া, পাতায় চুলকণা হওয়া, পাতা জুড়িয়া যাওয়া, ঝাপ্‌সা দেখা প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়।
এক শিশি ১৲ টাকা।

দশনকান্তি চুর্ণ।
ইহা দ্বারা দন্তবেষ্টের স্ফীতি, বেদনা, কন্‌কনানি, রক্ত-পূযাদি স্রাব ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।
এক প্যাকেট ৵০ আনা।
এক কৌটা ।০ আনা।
এক শিশি ৷০ আনা।

মফঃস্বলস্থ রোগিকে আমরা ডাকযোগে ব্যবস্থা দিয়া থাকি। রোগ বিবরণ গোপন রাখা হয়।

ক্ষুধাবতী।
ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি অচিরে বিনষ্ট হয়। ক্ষুধাবতী সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।
এক শিশি ১৲ টাকা।

প্রত্যেক ঔষধ এক ডজন লইলে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

সি, কে, সেন

এণ্ড কোং লিঃ,
২৯ নং কলুটোলা—কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

কলিকাতা ব্রাঞ্চ — { শ্যামবাজার (ট্রাম ডিপোর উত্তর)
২১৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ সিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন, প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ।

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

যে যে জিনিষ বহু লোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে তাহার কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইল।

১। "চন্দ্রপ্রভা বটীকা" :—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেইরকম, ইহা নূতন এবং পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্ত-প্রদর প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ মহৌষধ। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

২। "মণি তৈল" :—গুণে এবং সৌগন্ধে অতুলনীয়। এই তৈল শরীরপোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, সুগন্ধ প্রসাধনোপযোগী হাত পা জ্বালা প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ। ইহা সর্ব্বদা কেশে মর্দ্দন করিলে কেশরাশি সুকোমল শ্রী ধারণ করে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে মোটা করে। প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

৩। "কর্ণ তৈল" :—সকল প্রকার কর্ণরোগের মূলোৎপাটক অতি মনোহর তৈল। প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা। সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪ নং: বহুবাজার ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সল্ট উসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডিঃ ডিঃ হাজরা এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ৷৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী
কষ্টিক
বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।৹ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ৷৶৹ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১৷৹ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা।

এজেন্টস—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত